ওলামা মাশায়েখদের কথা মানি না

ওলামা মাশায়েখরা নারীর স্বাধীনতায় বিশ্বাস করে না। দেশের ধর্মীয় গোষ্ঠী নারীকে অবরুদ্ধ করে রাখতে চায়। নারীকে তারা মানুষ হিসেবেই মনে করে না। সেজন্য তারা প্রকাশ্যে নারীর সমান অধিকারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। অত্যন্ত দুঃখজনক হলেও সত্য যে বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকার সেই ওলামা মাশায়েখদের সাথেই আতাত করেছে। সম্প্রতি সরকার জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতিমালা ২০০৮ ঘোষনা করেছে। ২০০৪ সালের ধর্মীয় প্রভাবিত বৈষম্যমূলক অন্যয় নীতিমালা বাতিল করে নতুন নীতিমালা করা হয়েছে। সেখানে সম্পদ, কর্মসংস্থান,বাজার ও ব্যবসায় নারীর সমান সুযোগ ও অংশীদারি নিশ্চিত করার কথা বলা হয়েছে। অথচ বৈষম্যমূলক মুসলিম উত্তরাধিকার আইন পরিবর্তনের কোন কথা বলা হয় নি। উত্তরাধিকারসুত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তিতে নারীর সমান অধিকারের বিষয়টি এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে আবারো। আমাদের দেশের অসহিষ্ণু মৌলবাদি ধর্মীয় গোষ্ঠী নারীর সমানাধিকারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ সমাবেশ করেছে জরুরী অবস্থার মধ্যে। ভাবতে অবাক লাগে ২১ শতকে সারা বিশ্বে যখন নারীমুক্তি, নারী স্বাধীনতা , নারীর সমানাধিকারের জন্য আন্দোলন চলছে, পিছিয়ে পরা নারীদের সামনে নিয়ে আসার জন্য বিভিন্ন দেশ নতুন নতুন আইন প্রণয়ন করছে সেখানে আমাদের দেশে প্রকাশ্যে আলেম ওলামা মাশায়েখরা নারীর সমান অধিকারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ সমাবেশ করছে! তাও আবার জরুরী অবস্থার মধ্যে। এ আমরা কোন দেশে বাস করছি? এরপর ও কি এটাকে সভ্য দেশ বলা যায়? যেখানে নারীকে মানুষ হিসেবে মর্যাদা দেয়ার ‘অপরাধে’ প্রকাশ্যে বিক্ষোভ হয় সেখানে আর যাই হোক নারীর মুক্তি সম্ভব নয়। আর আমাদের তত্ত্বাবধায়ক সরকার আলেম ওলামা দের এতই ভয় পারে যে তাদের বিরুদ্ধে সামান্য ব্যবস্থা গ্রহন করতে ভয় পায়। উল্টো মেরুদন্ডহীন এই সরকারের আইন উপদেষ্টাসহ আরো কিছূ উপদেষ্টা ওলামা মাশায়েখদের সাথে আপোষ করার জন্য বৈঠক করে! নারীর

সমান অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য তারা ‘মাপ’ চেয়ে উল্টো আবার সমান অধিকার প্রত্যাহার(!) করার ঘোষনা দেন। কি জঘন্য তাদের আচরন! আমাদের দেশের তথাকথিত প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবি ও সাধারন মানুষেরা নিশ্চুপ কেন?নারী অধিকারের কথা খুব বলে বেড়ায় তারা আজ কোথায়? আলেম ওলামাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার সাহস নেই কেন তাদের? কিসের এত ভয়? এই আলেম ওলামা গোষ্ঠী নারীর সর্বনাশ করতে চায়। তারা দেশের কোনো কাজে আসে নি। এক ধর্মের কথা বলে তারা তাদের দাপট প্রদর্শন করে। পান থেকে চুন খসলেই তারা চেচানো শুরু করে। কোনো সহনশীলতা নেই তাদের। আধুনিককল্যানমুখী সমাজ নির্মানে তাদের কোনো ভুমিকা নেই। কারন তারা তো মধ্যযুগীয় অন্ধকারাচ্ছন্ন সমাজ চায়। এই তত্ত্বাবধায়ক সরকার এত ক্ষমতা প্রদর্শন করে, এত র‍্যাব পুলিশ গোয়েন্দা বাহিনী কিন্তু আজ পর্যন্ত জরুরী অবস্থা ভঙ্গ করার জন্য হিজবুততাহরীর এর একজন কর্মীকেও গ্রেফতার করা হয় নি। মোল্লাদের কাছে এই সরকর নতজানু। এই যদি হয় অবস্থা তাহলে সেদেশে কিভাবে নারীর মুক্তি আসবে?

আলেম ওলামাদের বিরুদ্ধে আমি তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি। ওরা নারীর শত্রু। ওদের কোন কথা মানতে আমরা বাধ্য না। ওরা আমাদের প্রভু নয় যে ওদের কথা অনুযায়ী জীবনযাপন করতে হবে। উত্তরাধিকার আইনে নারীর সমান সম্পত্তি পাওয়ার অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে হবে। শরীয়াহ আইন অনুযায়ী এদেশ চলতে পারে না।আমাদের এক দাবি নারী সমান অধিকার। এদেশের মানুষকে ঠিক করতে হবে তারা কি মধ্যযুগীয় বর্বর সমাজ চায় নাকি আধুনিক সমাজ নির্মান করে সামনে এগুতে চায়। যদি আলেম ওলামাদের কথা মেনে মধ্যযুগীয় সমাজ চায় তাহলে ৭১ এ এত ত্যাগ তিতীক্ষারকোন মুল্য থাকবে না। এদেশের মানুষ তখন বিশ্বাসঘাতক, অকৃতজ্ঞ হিসেবে পরিগনিত হবে ।

ফাহমিদা মাহমবুব,
মিরপুর,ঢাকা।